বিজ্ঞান প্রসার রেডিও সিরিয়াল

বিষয়ঃ সুসংহত বিকাশ

এপিসোড-১১ জীবাশ্ম জ্বালানীর দক্ষ এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার

পাত্র-পাত্রীঃ

ইতি, মানব, আকাশ- সেক্টর ফাইভের আই-টি কর্মী

সুনীতা- বহিরাগত অফিস কর্মচারী

ট্যাক্সি চালক

অটো-চালক

প্রথম দোকানী- বিমলদা

প্রথম দোকানী-বৌ- বিমলবৌদি

দ্বিতীয় দোকানী- কানুদা

দ্বিতীয় দোকানী-বৌ- আশাবৌদি

দোকানী-মেয়ে- লতা

তৃতীয় দোকানী- হাসান-চাচা

তৃতীয় দোকানী-বৌ- জোবেদা-চাচি

মিতা, রেখা- স্কুল শিক্ষিকা

সরল- রেখার স্বামী

	(দৃশ্য ১ অফিস-টাইম, বড়ো রাস্তাঃ ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি আর বাসের হর্ন আর যাতায়াতের শব্দ, মানুষের কথা আর চলাফেরার শব্দ)
ইতি	দূর, আরো কতক্ষণ দাঁড়াবো গাড়ির জন্যে? লেট হয়ে যাবো যে !
মানব	দাঁড়া, আর একটু দেখি।আর মিনিট পাঁচের মধ্যে না এলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবখন।
ইতি	কিন্তু আজ হল টা কী? কোনোদিনও তো আরিফ এতো দেরি করে না? আর ফোন-টোন কিছু করে জানায়ও তো নি যে আজ আসবে না বা কিছু...
	(চিৎকার, হইহইঃ আরে আরে সরে যাও, সরে যাও, আরে দৌড়ও, বাবাগো, দ্যাখো, দ্যাখো কী অবস্থা হলো) (জোরে ব্রেক কষার শব্দ, ধাক্কা লাগার শব্দ, আর্তনাদ আর কান্না)
ইতি	কী সর্বনাশ ! মানব, বাসটা দ্যাখ একটা স্কুল ভ্যানকে ধাক্কা মেরেছে !
	(চিৎকার, হইহইঃ দেখি দেখি, সরে যান সবাই, কেউ অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন একটা, পুলিশ-পুলিশ, হাত লাগান দেখি ভাই, এই ভাঙ্গা দরজাটা একটু তুলুন, টেনে বার করছি, ধরুন দেখি, সবাই জায়গা ছাড়ুন একটু...)
মানব	কি করবি? চল দেখি...

ইতি	তুই কি করবি? ওসব হাত-পা কেটে ছিঁড়ে গেছে, হয়তো হাত-পা ভেঙেছে; আমরা কি করতে পারবো?
মানব	আরে, পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সে ফোন তো করতে পারবো?
	(পুলিশ সাইরেনের শব্দ)
ইতি	ওই তো পুলিশ এসে গেছে, যা করার ওরাই করবে। এখন অফিস যাবো কি করে তাই বল।
মানব	আরিফ ফোন করছে, রাস্তা জ্যাম আসতে পারছে না, কখন রাস্তা ক্লিয়ার হবে বোঝা যাচ্ছে না
	(অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ)
ইতি	ওই অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেছে। ইসস, দেখ, বাচ্চাগুলোর কি অবস্থা ! কেটে ছড়ে একশা। আচ্ছা, কেন বলতো এমনি জোরে গাড়িগুলো চালায়? যখন তখন তো এমনি অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে?
মানব	শুধু অ্যাকসিডেন্ট? জানিস এতে তেল পোড়ে অনেক বেশি?
ইতি	তাই না কি?
মানব	হ্যাঁ রে। গাড়ি যতো জোরে চলবে, তার অ্যাকসিলারেশন যতো বেশী হবে, ততো বেশী তেল পুড়বে।
ইতি	তাই বলে শামুকের মতো গাড়ি চালাবে?
মানব	তা বলি নি। দেখবি বইপত্রে বলছে, যদি ইঞ্জিন বেশিদিন টেঁকাতে চাও, যদি উচিতমতো তেল খরচ কমাতে চাও, তাহলে অপটিমাম স্পিডে গাড়ি চালাও- খুব আস্তে যেমন নয় তেমনি আবার খুব জোরেও নয়।
ইতি	সে যাই হোক, তাহলে আজ অফিস যাব কী ভাবে? লেট তো হয়েই যাবে...
মানব	সে না হয় প্রীতমজিকে ফোন করে দিচ্ছি, যে এরকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।
সুনীতা	সুনিয়ে ভাইসাব, ইয়ে বস-পে মুঝে সল্ট লেক জানা চাহিয়ে থা, লেকিন ইয়ে তো ফঁস গয়া। ম্যায় ইয়হাঁ নয়ী, ক্যা আপ মুঝে মদদ কর সকতেঁ?
আকাশ	আমিও যে কীভাবে অফিস যাবো ভেবে পাচ্ছি না
মানব	একটা কাজ করলে হয় না? আমরা তো সেকটর ফাইভ যাবোই। আমাদের গাড়ি আসবে না, আমরা একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি। আপনারা আসুন না, পথে নামিয়ে দেবো এখন আপনাদের।
আকাশ	এতে বরং সবার সুবিধেই হবে
সুনীতা	হাঁ ভাইসাব, মুঝে ভি মঞ্জুর হ্যায়
মানব	অ্যাই ট্যাক্সি !
	(গাড়ির আসা আর থামার শব্দ)
মানব	ভাই, সেক্টর ফাইভ যাবো।
ট্যাক্সি-চালক	জ্যাম পেরিয়ে ঘুরে যেতে হবে দাদা, এক্সট্রা লাগবে কিন্তু।
মানব	আচ্ছা চলুন ভাই

	(গাড়ির দরজা খোলা আর বন্ধ হবার শব্দ, গাড়ি ছাড়ার শব্দ)
ইতি	জানিস, এই জন্যেই পুল কারের এতো রমরমা। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, দেখ, আলাদা আলাদা এক-এক জন এক-একটা গাড়িতে গেলে যা খরচ, অনেকে একসঙ্গে গেলে কিন্তু খরচ অনেক কম।
মানব	এক্কেবারে ! আর দেখ, এতো গাড়িতে যা জ্যাম হয়- গাড়ি কম বেরোলে জ্যামও কিন্তু কমে।
সুনীতা	মুঝে মালুম সিঙ্গাপোরমেঁ হফতে কা এক-এক বার এক-এক নম্বার কা গাড়ি নিকলনা মঞ্জুর হ্যায়; হররোজ হর গাড়ি বাহর নহিঁ জা সকতা।
মানব	শুধু তাই নয়, ফুয়েলও কত কম লাগে। এই যে সব বলছে, পেট্রোল কমে আসছে, এমনি ধারা তেল খরচ চললে পেট্রোল নাকি আর মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর। সেই পেট্রোলও তো সেভ হয়, না কি?
ট্যাক্সি-চালক	এখন দাদা সি এন জি-র যুগ। সব বাস-ট্যাক্সিকে সি এন জিতে চালাতেই হবে।
ইতি	তার মানে কী?
মানব	সি এন জি হলো- কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস।
আকাশ	তাতে বাড়তি সুবিধে কি?
মানব	পেট্রোল দিয়ে গাড়ি চালালে পোড়া পেট্রোলের ধোঁয়া হয় অনেক বেশি- তাতে যেমন থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, তেমনি থাকে ঝুল বা না-পোড়া কার্বন কণা। এতে বাতাস দূষিত হয় অনেক বেশি।
ইতি	আর সি এন জি তে গাড়ি চালালে?
মানব	তাতে সুবিধে হলো, পোড়া গ্যাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকলেও, ঝুল বা না-পোড়া কার্বন কণা থাকে না বললেই চলে।
ইতি	তাহলে তো সব গাড়ি সি এন জিতে চালালেই ভালো।
আকাশ	কিন্তু, যে কোনো গাড়িতেই কি সি এন জি দিয়ে চালানো যায়?
মানব	সেটাই হলো মস্ত কথা। নতুন যে সব গাড়ি সি এন জিতে চলার কথা তার ইঞ্জিন সেভাবেই তৈরি, যাতে সেগুলো সি এন জি তেই চলে। কিন্তু এখনকার গাড়িতেও সি এন জি ব্যবহার করা সম্ভব, তার জন্যও তাতে একটা বাড়তি যন্ত্র জুড়ে নিতে হয়। দেখো, প্রায় সমস্ত বাসই এখন সি এন জিতে চলে, অটোগুলিও তাই। এগুলিতে সব ওই বাড়তি যন্ত্র লাগিয়ে, পেট্রোলের বদলে সি এন জি দিয়ে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
আকাশ	আচ্ছা, পেট্রোলে চলা গাড়িগুলো কি একেবারেই খারাপ? ব্যবহার করাই উচিত নয়?
ইতি	কি হলো, ড্রাইভার ভাই, গাড়ি দাঁড় করালেন কেন?
ট্যাক্সি-চালক	ওই দেখুন না সামনে, সার্জেন্ট ওই ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাটাকে কেস দিয়েছে।
	(গোলমালঃ চল ব্যাটা থানায়, মুখে মুখে তর্ক তখন থেকে, হামে ছোড় দিজিয়ে সাহাব)

ইতি	চল চল আর দাঁড়াব না, দেরি হয়ে যাবে
মানব	দাঁড়া না দেখি... কী হয়েছে ভাই? কেস খেয়েছে বুঝি?
আকাশ	মনে হচ্ছে পুরানো গাড়ি, কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে ধরেছে
ট্যাক্সি-চালক	হাঁ দাদা, গাড়িটার পি ইউ সি করানো নেই, হেব্বি কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমি চিনি লোকটাকে, গিরধরলাল, অনেক বার বলেছি দাদা, কি ইঞ্জিন ঠিক কর; তা শুনলে তো?
আকাশ	ইঞ্জিন ঠিক করা কি বললেন ভাই?
মানব	উনি ঠিকই বলেছেন। ইঞ্জিন যতো পুরনো হবে, তার তেল খরচ ততো বাড়বে, আর ঝুল-কালি কার্বন-ডাই-অক্সাইডও তত বেশী বেরোবে। তাই নতুন ইঞ্জিন লাগানো গাড়ি তেলও বাঁচায়, আবার দূষণও কম ঘটায়। কি দাদা, ঠিক বলিনি?
ট্যাক্সি-চালক	ঠিক দাদা। আরও কী, ইঞ্জিন যতো নোংরা থাকবে পরিস্কার হবে না, তেলও ততো বেশী খাবে, খারাপও হবে তাড়াতাড়ি। আর তাতে ঝুল-কালি কালো গ্যাসও তত বেশী বেরোবে।
মানব	তাহলেই বোঝ ! তার মানে নতুন ইঞ্জিন, ভালো জাতের ইঞ্জিন মানে তেল সেভ।
আকাশ	আর তার মানে ইঞ্জিন পরিস্কার রাখলে তেল সেভ !
মানব	আর তার মানে বায়ু দূষণ কম !
ইতি	ঠিক আছে, তেল কম খরচ, মানে তেল সেভ।তাহলে বাসে যাওয়াটাই তো সবচেয়ে ভাল।
মানব	কেন বলছিস বল?
ইতি	কেন না, বাসে যায়, বসেই যায় গোটা চল্লিশ জন, দাঁড়িয়ে না-হোক আরও জনা তিরিশ ! এই সত্তর জনের তিরিশ জনও যদি আলাদা আলাদা গাড়িতে যায়, তাহলে ওই তিরিশজনের দরুণ কী তেল পুড়বে আর কত দূষণ হবে ভাব !
মানব	বুঝলাম। মানে তারা একসঙ্গে যাচ্ছে মানে, ওই তেলটা সেভ হচ্ছে।
আকাশ	একদম ঠিক।
সুনীতা	রোকিয়ে, রোকিয়ে ভাইসাব, ইয়ে মেরা ডেস্টিনেশন আ গয়া। (ট্যাক্সির ব্রেক কষার শব্দ) ইয়ে কিরায়া কা ওয়াস্তে মেরা হিসসা জরা রাখ লিজিয়ে...
মানব	মাফ কিজিয়ে বহেনজী, ও আপহি রাখ লিজিয়ে। ফির কভি মিলেঙ্গে।চলুন ভাই।
সুনীতা	বাই-বাই।
	(দৃশ্য ২ অফিস পাড়া, টিফিন টাইমঃ রাস্তা, গাড়ি আর লোক চলার শব্দ।)
ইতি	আজ বেরোতে বড্ডো দেরি হয়ে গেল।

মানব	আজ ফেরবার গাড়ি নেই কিন্তু, মেট্রোতে যাবো চল।
ইতি	তালে আগে বেরোতে হবে। সে পরে হবে, চল চা তো খাই।
মানব	কই রে, আমরা যেটায় খাই সেটা তো দেখছি বন্ধ
ইতি	তাই তো, বন্ধ কেন? তালে চল ওই ও পাশের দোকানটায় যাই
	(চায়ের দোকানে কাপে চামচ নাড়া, প্লেট রাখা, চেয়ার-টেবিল সরানোর শব্দ। খদ্দেরদের কথা, প্লেট-চামচের আওয়াজ।)
মানব	দাদা দুটো চা, আর নোনতা বিস্কুট কী আছে দিন
দোকানীঃ বিমলদা	লাল না দুধ চা? চিনি দেবো?
মানব	(হেসে) লাল-লাল, চিনি দিয়ে। এখনও চিনিতে ধরার বয়স হয় নি দাদা
বিমলদা	(হেসে) বেঁচে থাকো দাদা, চিনিতে ধরবে কেন এই বয়েসে? তা একটু বসতে হবে যে? উনোনে কয়লা দিয়েছি, ধোঁয়াটা একটু মরুক, দিচ্ছি তারপরে...
মানব	ঠিক আছে দাদা, তাড়া নেই।
বিমলদা	ওরে, সোনা, টেবিলটা মোছ একবার, কোথায় গেলি আবার?
মানব	দাদা, টিফিন কী হবে?
বিমলদা	টোস্ট, ওমলেট, ঘুগনি- কী দেব বলেন?নইলে চিপস-কুড়মুড়ে আছে। যেটা খাবেন।
মানব	কি রে, কী খাবি? টোস্ট আর ওমলেট বলি?
ইতি	বল, আর ঘুগনি নে। হেভি খিদে লেগেছে।
মানব	দাদা, টোস্ট, ওমলেট আর ঘুগনি- দু জায়গায়। দেরি হবে?
বিমলদা	এই গরম করে দিই, একটু বসুন। পাঁচ মিনিট। ওরে সোনা, উনোনটাতে এট্টু কয়লা দিয়ে পাখা কর...
ইতি	ইসস, ধোঁয়াটা বড়ো চোখে-নাকে লাগছে, উনোনটা একটু সরানো যায় না দাদা?
বিমলদা	এই এপাশটায় সরে বসুন একটু, এদিকটায় ধোঁয়া আসবে না।
মানব	এখনও কয়লায় রান্না করেন? গ্যাস জ্বালান না কেন? কতো ঝামেলা কম...
দোকানী-বৌঃ বিমলবৌদি	বলুন তো, ঠাকুরপো, তাই কি গ্যাস নেবে? কতো বার বলছি, রোজ একবার করে বলছি, তা মুখপোড়া যদি একবার শোনে। গতর নাড়িয়ে গ্যাসের আপিসে যেতে হবে যে, সে যাবে না তো। যা করার আমিই করবো।
ইতি	কয়লা বউদি বড্ডো নষ্ট হয়...
	(টেবিলে কাপ-প্লেট রাখার শব্দ, খাবার শব্দ)
বিমলবৌদি	ও দাদা আমাকে কী বলবে? খাটি তো আমি, ও কী করে? কয়লায় তো ধরতে-ধরতেই আদ্দেক আঁচ নষ্ট, তাইতে একবার আঁচ উটলে সে তো গাঁ-গাঁ করে জ্বলেই যাবে, আটকাবে কে? আর ধোঁয়া? সে আর নাই বললে, আঁচ ধরালে কি চাদ্দিক আঁদার।
মানব	পোড়া কয়লাগুলো কী করেন?

বিমলবৌদি	কপাল আমার। আদ্দেক কয়লা তো পোড়ে না, পাতর হয়ে থাকে। সেই উনোনের ছাই ঘেঁটে জলে ধুয়ে পোড়া কয়লা বার করো রে, শুকোও রে- রাজ্যির হ্যাপা।
ইতি	ছাই কোথায় ফেলেন?
বিমলবৌদি	কোতায় আর ফেলবো? ওই রাস্তার কাদায় ফেলি, নইলে পেছনে পাঁশকুড় আচে, সেখানে।
ইতি	বড্ডো যে নোংরা হয় চারপাশটা, বৌদি?
বিমলবৌদি	হয় না আবার? কয়লাতে রান্নায় যা হ্যাপা, একে ধোঁয়ায় আঁদার, তাইতে ছাই, আবার দেখো না, সারাটা ঘর জুড়ে ঝুলে ঝুলে কালো।
মানব	চা খেলি? চল ফিরি এবারে। দাদা কত হল?
বিমলদা	এই হিসেব করি- আপনার দুটো টোস্ট, দুটো ওমলেট হল গে...
	(গোলমালঃ ধপ করে জোরে শব্দ, তার সঙ্গে বাসন-কোসন ছিটকে পড়ার শব্দ; সেই সঙ্গে পুরুষ আর স্ত্রী-কণ্ঠে চিৎকার- গেল গেল, ওকে ধরো, সরে যাও, সবাই সরে যাও, বাচ্চার গলায় কান্না, চেয়ার-টেবিল উলটে পড়ার শব্দ)
বিমলদা	কী হলো রে আবার?
বিমলবৌদি	ওগো, শিগগিরি যাও তো একবার ওদিকপানে, হাসানচাচার দোকানে কী গণ্ডগোল দেখো তো...
বিমলদা	যাচ্ছি, তুমি এদিকটা খেয়াল রেখো। এই সেদিন নতুন গ্যাস লাগিয়েছে; বারবার বললাম- সাবধানে জ্বালিও, কে কার কথা শোনে। ও বাবা জোর আগুন জ্বলছে যে?
	(গোলমালঃ আগুন, আগুন, জল নিয়ে আয়, ওই বালতিটা নে, ওই যে কল, জল আন; অনেক পায়ের শব্দ, জল ছোঁড়ার শব্দ)
বিমলদা	ওগো, একটু এসো তো শিগগিরি এ-পাকে
	(দ্রুত ছোটার শব্দ)
বিমলবৌদি	কী হলো হ্যাঁগো? ওগো মাগো, একরত্তি মেয়েটার কী জোর লেগেছে গো? আর জোবেদা চাচি, তুমি এভাবে হাতটা পোড়ালে কীভাবে?
দোকানী-বৌঃ জোবেদা চাচি	আমারে ছাড়ো, মেইয়েডারে দ্যাখো দিনি?
দোকানী-বৌঃ আশাবৌদি	এদিকে আয় মা আয়েশা, কিচ্ছু ভয় নেই, আয়- তোর কাটা জায়গাটা বেঁদে দিই। চাচি ওকে আমি আমার দোকানে নিয়ে কাটা ঘা-টা বেঁদে দিই, তারপরে তোমাকে দেকচি।
বিমলবৌদি	হ্যাঁ গো, তুমি এট্টু দোকানে যাও, আমি আসছি।
বিমলদা	আর এই যে হাসান চাচার দোকানে...?
বিমলবৌদি	আঃ ওই অটোওয়ালা দাদারা আছে তো, ওরাই সব করবে। তুমি যাও তো?

অটোওয়ালা	হ্যাঁ হ্যাঁ বিমলদা, আপনি যান। আগুন তো নিবেই গেছে, আমরা এই দোকানটা একটু সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। কানুদা, আশাবৌদি, আপনারাও যান, আমরা তো আছি।
আশাবৌদি	তুমিও দোকানটায় যাও গে, আমি এই বিমলবৌদির সঙ্গে একটু আচি। চাচি আর জোবেদার চোট নেগেচে, এট্টু দেকে যাই। শোনো, গ্যাসে দেকো তো সবজিটা চাপিয়ে এসেচি, নেড়ে-চেড়ে দিও।
দোকানীঃ কানুদা	আমি গ্যালাম তা'লে।
বিমলবৌদি	চল মা জোবেদা, হাতটায় ওষুধ দিয়ে দিই, একটু বেঁধে দিই চল। আর পোড়া মলমটা নিয়ে আসি, চাচির হাতে লাগাবো।
আশাবৌদি	কি করে আগুনটা লাগালে বল দি'নি, চাচা? আজ পুড়ে তো মরতে সব কজনাই?
দোকানীঃ হাসান চাচা	আরে শোন মা, সাদে কী বলি, আকাট মুক্কু দে কোনো কাজ হয় নে? পই পই করি বলিচি, ওগো অনেক দিন হয়ে গেচে, রেগুলিটার না কি বলে, সেটা নোক ডেকে দেইকে ন্যাও; ঢল-ঢল কত্তিচে, কোনদিন সব্বনাশ হবে। তা কানে কি নেয় তাই?
জোবেদা চাচি	হ্যাঁ হ্যাঁ, মিনসে, সব মুই করবো, আর তুমি বসি বসি ন্যাজ নাড়বা। নিজি কিচু করলে কোনুদিন?
হাসান চাচা	তাপ্পর শোনো মেইয়ে, ওই রবারের নলটা তেল লাগি-মশলা লাগি চটচট কত্তিচে, চাপ দিলি ফাট ধরে। বলিচি, পালটেইয়ে ন্যাও; তা কে কার কতা শোনে?
	(দূরে বাসন পড়ার শব্দ আর জোরে ডাকঃ কই গো কোতায়, সব পুড়ে-ধুড়ে আংরা হয়ে গ্যালো যে !)
আশাবৌদি	এই এই লতা দ্যাক দি'নি মা, সবজিটা ধরে গ্যাচে বোধায়, যা যা শিগগির ...
লতা	তুমি যেওনা মা, আমি দেকচি একন।
	(ছোটার শব্দ)
লতা	(চিৎকার) মা, পোড়ে নি কো, এট্টু-এট্টু ধরা মতো লেগেচে; জল দেবো?
আশাবৌদি	লতা, মা, এট্টু জল দে নেড়ে-চেড়ে দে দি'নি, আর গ্যাসটা সিমে দে' দে। আমি আসচি।
লতা	তোমাকে মা বার-বার বলি, গ্যাসটা এতো বাড়িয়ে রেখো না। গা-গা করে গ্যাস পোড়ে, আর দু-চাদ্দিনে সিলেন্ডার শেষ।
আশাবৌদি	সে কি রে, সিলেন্ডার শেষ? এই তো সেদিন গ্যাস নিয়ি আসলাম। এর মদ্দে আবার?
লতা	না না গো, সিলেন্ডার শেষ হয় নি। কিন্তু ওই গা-গা করে জ্বালালে গ্যাসও তাড়াতাড়ি শেষ হয়, আবার রান্নাটাও ঠিক হয় না। সাঁতলে নিয়ে গ্যাসটা সিমে দে দেবে, আস্তে আস্তে রান্না হবে, তবে না গ্যাস বাঁচবে?
	(দৃশ্য ৩ বিকেল বেলা, ফিরতি অফিস টাইমে বড় রাস্তা।

	বাস-ট্যাক্সির শব্দ)
মিতা	কি রে, আজ এদিক দিয়ে? শপিঙে যাবি বরের সঙ্গে, বর আসবে?
রেখা	চুপ কর তো, তোর যতো সব ফাজলামো। সে যাচ্ছে আমার সঙ্গে, ইস? তাহলে তার আপিস যে কানা ! রাত নটা অবদি কাজ করবে, তবে না অফিসার?
মিতা	তাহলে চললি কোথায়?
রেখা	যাবো একটু ভাসুরের বাড়ি। শাশুড়ির না কি কাল কী শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে। যার মা, তার তো সময় নেই, আমারই যতো কাজ। হ্যাঁ রে, তোর আজ স্কুলে আসতে হঠাত লেট হল? কোনোদিনও তো হয় না?
মিতা	আরে, বলিস না। কয়েকমাস ধরেই ইলেকট্রিকের বিল আসছে বেশী বেশী করে। ও বারবার করে বলছে কী ব্যাপার কী ব্যাপার, এতো তো বিল আসার কথা না। তারপরে এমাসে ইলেকট্রিক বি এসেছে একেবারে আড়াই হাজার টাকা।
রেখা	সে কী রে?
মিতা	বোঝ ব্যাপারটা। দোতলা বাড়ি হলে কী হবে, লোক তো আমরা ওই চারজন। কতোটুকু আর কারেন্ট পোড়ে? যা বাড়াবাড়ি রকম ইলেকট্রিক বিল আসছে না, ভাবা যায় না।
রেখা	ঠিক বলেছিস, আমাদেরও তো তাই। বাবা বলছিল, যে মিটারটা চেক করিয়ে নেবে।
মিতা	ও-যা রেগে যায় না...
	(ফ্ল্যাশব্যাক)
মিতার বর	(চিৎকার)কেন, কেন এতো বিল হবে? কারেন্ট কি হাওয়ায় উড়ে যায়?
মিতা	আচ্ছা চিৎকার করছো কেন? আমি কি ইচ্ছে করে কারেন্ট পোড়াই? তুমি তো থাকোই না বাড়িতে, দেখো না কী হয়...
মিতার বর	(জোরে কথা) ঘরে লোক নেই, লাইট-ফ্যান জ্বলছে, টিভি চলছে- হয় না এরকম? দেখি নি আমি এসে?
মিতা	আমি একলা করি? টুকাই কে জিজ্ঞেস করো না? ও কী করে?
	(চড়ের শব্দ) (কান্না)
	(ফ্ল্যাশব্যাক শেষ)
মিতা	- বাবা সে যা এক-একদিন হয়, উফ !
রেখা	ঠিকই বলেছিস রে ! দোষ তো আমাদেরও আছেই। ঘরে থাকি, লাইট ফ্যান জ্বলে। যখন বেরিয়ে অন্য ঘরে যাই, সব সময়ে তো নেবাই না...
মিতা	টিভি চালিয়ে অন্য ঘরে চলে যাই, রেডিও চলে কানেও শুনি না- এসব তো হয় ই
রেখা	তারপরে ও বলছিলো, যন্ত্রপাতি পুরোনো হয়ে গেলেও নাকি কারেন্ট বেশি পোড়ে।
মিতা	সে কী রকম?
রেখা	আমাদের ফ্রিজটা বছর দশেক হয়ে গেছে, বার দুয়েক সারানোও হয়েছে। চলার

	সময়ে আজকাল একটু আওয়াজ হয়। ও বললো, কম্প্রেসরের মোটর পুরনো হয়ে গেলে কারেন্ট বেশি ওঠে।
মিতা	আমাদেরও ওয়াশিং মেশিনটা পুরনো হয়ে গেছে। তাহলে বল তাতেও কারেন্ট ওঠে বেশি?
রেখা	বলছিলো, পুরনো পালটে নতুন ফ্রিজ নেবে, অফারে।
মিতা	আজকাল আবার দেখ বাজারে লেড বালব উঠেছে। দামটা একটু বেশি ঠিকই, কিন্তু কারেন্ট ওঠে কম। আমার বাড়িতে সব লাগাবো ভাবছি, দেখি কি বলে?
রেখা	আমি ভাবছি স্কুলেও লাগাবো। স্টুডেন্টদের কাছে তো আর এখন বেশি টাকা তোলা যায় না, কারেন্টে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে।এক-এক মাসে হাজার তিন-চার টাকা বিল চলে আসছে।
মিতা	তবে একটা কথা কী জানিস, ওয়েস্টেজও কিন্তু হয়
রেখা	আরে, মেয়েগুলোকে বার-বার বলি- ক্লাসের শেষে যখন বেরোবি লাইট-ফ্যানগুলো অফ করে যাবি। তাই কে শোনে, আদ্ধেক দিন দেখি সব ক্লাসে ছুটির পর কেউ নেই, সব লাইট-ফ্যান ওদিকে ঘুরেই চলেছে।
মিতা	তোদের গ্রুপ ডি স্টাফ কেউ দরোজা-জানালা বন্ধ করে না ছুটির পরে?
রেখা	আরে সেই তো ওই সব লাইট-ফ্যানগুলো বন্ধ করে। আর কেবলই খিট-খিট করে।
মিতা	বললে হবে কী, ওটা তো ওর কাজ
রেখা	সে বললে হবে কী, বলে, এসব আমার একার কাজ?
মিতা	সে কিন্তু ভাই ঠিকই বলে, এটা কারও একার কাজ নয়। দেখ না কেন, টিচারস রুম ছেড়ে সব যখন বেরোয়, একজনও কেউ লাইট-ফ্যান অফ করে?সব চলতেই থাকে চলতেই থাকে, যতক্ষণ না ওই দিনেশদা এসে অফ করে। তবে ক্লাসে আমরা একটা কাজ করেছি, সেটা খুব কাজে দিয়েছে...
রেখা	কী রে?
মিতা	আমরা করেছি কী, সব ক্লাসের মনিটরদের বলে দিয়েছি, ক্লাসের শেষে সবাই যখন বেরিয়ে যাবে, তোরা বেরোবি সবার শেষে, আর সব দরোজা-জানালা বন্ধ করে লাইট-ফ্যানগুলো বন্ধ করে তবে বেরোবি।
	(নেপথ্যে স্কুলের বাচ্চাদের শব্দ, স্কুলে ছুটির ঘন্টার শব্দ। শিক্ষিকার গলাঃ এই সেভেন বি-র মনিটর, লাইট ফ্যান সব নিবিয়েছিস? দরজা জানালা বন্ধ করেছিস? স্টাফের গলাঃ দিদিমণি তিনতলায় টেনের দুটো ঘরেই সব লাইট-ফ্যান চলছিল। শিক্ষিকাঃ সে কি, নিবিয়ে আসো নি? স্টাফঃ হ্যাঁ দিদি, সে সব সারা হয়েছে। কাল আরেকবার বলে দেবেন। শব্দ ফেড আউট)
রেখা	সেটা খেয়াল রাখতে হয় তাহলে বল?
মিতা	সেটা করে ওই দীনেশদা; যাবার আগে দেখে নেয় কোন ক্লাসে সব দরজা জানালা খোলা নয়তো লাইট ফ্যান জ্বলছে, পরদিন সেটা আমাদের বলে। আমরা

	ওই ক্লাসের মনিটরদের ডেকে বলে দিই।
রেখা	এবার তাহলে তোদের টিচারস রুমেও মনিটরি চালু কর। (জোরে হাসে)
মিতা	আর বলিস না ভাই।তোদের স্কুলে কী হয় জানি না, আমাদের তো সব সবাই রাজা, মানে রানি। কাউকে কিছু বলা যায় না। নীলিমা স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারি; স্টাফ কাউন্সিলের সভায় সেক্রেটারি একবার বলেছিল- শেষ যিনি যাবেন তিনি যেন সব বন্ধ করে যান। বাস রে, বলতে যদি পারে...
	(নেপথ্যে জোর গলায় হৈ-চৈ, টেবিল চাপড়ানির শব্দঃ অনেকে একসঙ্গে- আমি মানি না,আমি মানি না; কেন আমাদের এভাবে বলা হবে? এসব করার জন্য লোক আছে। আমরা কি ঝি-চাকর না কি? পিয়ন? আমাদের অত্যন্ত অপমান লেগেছে। স্টাফ কাউন্সিলে সেক্রেটারিকে মাফ চাইতে হবে।)
রেখা	ওরে বাবা ! তারপরে কী হল?
মিতা	কী আবার হবে, সব ধামা চাপা পড়ে গেল।
রেখা	জানিস তো, আমাদের পাশে ছেলেদের স্কুলটায় ছাদে দেখি সোলার লাগিয়েছে !
মিতা	সোলার কী?
রেখা	ওই যে রে, ছাদে বড়ো বড়ো সোলার প্যানেল লাগিয়েছে। ওদের বিকাশ, ওই যে রে ম্যাথসের টিচার, আমাদের ওদিকেই থাকে, রাস্তা-ঘাটে দেখা হয়। সেদিন জিজ্ঞেস করলাম, বললো সরকার থেকে না কি লাগিয়ে দিয়েছে।
মিতা	তাতে কারেন্টের বিল কমেছে?
রেখা	যা শুনলাম, বেশ ভালো রকম কমেছে। এপ্রিল-মে মাসে যখন কড়া রোদ থাকে, তখন নাকি এতো কারেন্ট তৈরি হয়, যে সি ই এস সি থেকে ইলেকট্রিক নিতেই লাগে না। বিল নাকি আসে দু-তিনশো টাকা।
মিতা	সত্যি? আমাদের দেয় না?
রেখা	শুনছি আমাদের স্কুল সরকারের কাছে চাইবে। আমাদের সেক্রেটারি বলেছে, সুন্দরবনে আর সাগরে যেখানে তার টেনে কারেন্ট পৌঁছনো অসুবিধে, সেখানে না কি অনেকদিন আগে থেকেই সরকার থেকে বাড়িতে স্কুলে এমনি সোলার দেওয়া হয়েছে। আর সোলারে তো ধোঁয়া-ঝুল কালি কিছুই পড়ে না।
মিতা	আমাদের বাড়িতে দেয় না, হ্যাঁ রে?
রেখা	তবেই হয়েছে। (হাসে) চল, বাস এসে গেছে।
	(বাসের শব্দ, যাত্রী ওঠা-নামার হই-চই, কন্ডাক্টরের ডাক- কসবা-রথতলা-কসবা-কসবা-হালতুউউউ-ওইঃ-চল)
	(দৃশ্য ৪ ঘরঃ শনিবার বেলা আন্দাজ ১১টা

	টিভির শব্দ)
রেখা	ওগো শুনছো, গ্যাস এসেছে; দামটা দাও তো, আর সই করে দাও এখানে।
সরল	অন্যদিন তুমিই তো নাও গ্যাস, তুমিই সই করো না।
রেখা	আজ আছো ঘরে তুমি তাই বললাম। আর আমার ব্যাগটা থেকে গ্যাসের দামটা দাও তো !
সরল	কত?
রেখা	৫৯৪ টাকা দাও।
সরল	ওরে বাবা, এতো? গ্যাসের দাম এতো বাড়লো কবে?
রেখা	জানো না? এখন তো গ্যাসের দাম বাড়ে কমে বাজারের দামে...
	(বাইরেঃ কই বউদি, টাকাটা দেন, দাঁড়িয়ে আছি তো?)
রেখা	এই দিই ভাই। দাঁড়াও, টাকাটা দিয়ে আসছি। সইটা করে দাও।
	(দরজা খোলা আর বন্ধ হবার শব্দ)
রেখা	হ্যাঁ, কী বলছিলে?
সরল	বলছিলাম, রেঁধে বেড়ে খেয়ে নাও যা পারো; গ্যাস আর ক'দিন?
রেখা	নাও নাও, ফাজলামি কোরো না; গ্যাস এখন কতো সহজে পাই জানো? একবার ফোনে বুক করলেই ব্যস...
সরল	ওই নিয়েই থাকো। জানো বিজ্ঞানীরা কী বলছেন?
রেখা	বিজ্ঞানীদের কথা নিয়ে তুমি থাকো। তোমাকে তো আর রাঁধতে হয় না। সকালে উঠেই- চা দাও, চা। বিকেলে ফিরতে না ফিরতে- চা, চা। আর বাড়িতে থাকলে তো আমার মাথাটা সারাদিন খাও।
সরল	শোনো, কারণ ভুগবে তো তুমিই... বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমরা যা দরকার তার থেকে অনেক বেশি বেশি করে তেল-কয়লা-গ্যাস জ্বালাচ্ছি। এমনি চললে এ সব জ্বালানি আর বড়োজোর পঞ্চাশ ষাট বছর। তারপরে কী করবে?
রেখা	ইয়ার্কি মারছো? আমি ইচ্ছে করে বেশি বেশি গ্যাস পোড়াচ্ছি?
সরল	আরে না না, ওভাবে বলি নি। কথাটা হল- আগে মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো-
রেখা	শুনছি বলো !
সরল	ভেবে দেখো, আমরা কি সত্যিই আরেকটু কম গ্যাস জ্বালাতে পারি না? যেখানে একটা তরকারী করলে হয়, সেখানে পাঁচটা তরকারি করছি না? নানা উৎসবে আনন্দে হৈ-হৈ করে একগাদা বেশি বেশি রান্না করছি না? অকারণে গ্যাস জোরে জ্বালিয়ে তাড়াহুড়ো করে রান্না করছি না?
রেখা	আমাকে রান্না শেখাচ্ছো? আজ এতো বছর ধরে গুষ্টির পেটপুজো করে আসছি, আজ আমাকে তোমার কাছে রান্না শিখতে হবে?
সরল	ওরে বাবা, এসব আমার কথা নয়। সারা সন্ধে সিরিয়াল না দেখে ওই যে টিভিতে দু-চারটে বিজ্ঞানের কথা বলে, তা তো শুনতে পারো?
	(ব্যাকগ্রাউন্ডে টিভির শব্দঃ বাজনা, তারপরে ঘোষিকার গলা, ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজনা

	এবার আমরা দেখবো- কী ভাবে রান্নার সময়ে গ্যাস খরচ কমানো যায় এক- গ্যাস জ্বালাবার আগে রান্নার সব উপকরণ হাতের কাছে মজুদ রাখুন; তরি তরকারি মাছ মাংস সব কেটে ধুয়ে তৈরি রাখুন দুই- বেশির ভাগ রান্নাটা গ্যাস সিমে রেখে করুন তিন- যেখানে ছোটো বার্নারে রান্না করা সম্ভব, সেখানে বড়ো বার্নার জ্বালাবেন না চার- অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন পাঁচ- মাংস, আলু প্রেসার কুকারে রান্না করুন ছয়- নন-স্টিক প্যান আর তামার তলি-ওয়ালা পাত্র ব্যবহার করুন সাত- মাসে একবার অবশ্যই বার্নার পরিস্কার করুন আট- নিয়মিত রেগুলেটার পরীক্ষা করান...)
রেখা	সে তো বুঝলাম, কি না কয়লা তেল গ্যাস সব ফুরিয়ে যাবে। তাহলে কী করবে লোকে? রান্না-বান্না কারখানা-ফ্যাক্টরি বাস-ট্যাক্সি সব বন্ধ করে বসে থাকবে?
সরল	আহা, তা-ই কি বললাম?
রেখা	কেন, কাঁচা শাক-সবজি খাবে- গরুর মত; ঘাসও খেতে পারো। বিড়ালের মত কাঁচা মাছ খাবে। আমার কাজ কমবে। একটু হাড় জুড়োবে আমার। তোমাদের এই হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে, আর ইস্কুলে বকতে বকতে আমার নিজের জীবনটা আর কী আছে বলো?
সরল	কেন, আমি আছি?
রেখা	ছাই আছো, আছো শুধু গিলতে আর পড়ে পড়ে বই পড়তে।আমার কথা ভাবো? গান গাইতে এতো ভালোবাসতাম, এতো গান শুনতে ভালোবাসি; কোনো প্রোগ্রামে নিয়ে গেছো গানের? হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটু বসতে পারি?
সরল	বসো না। বলি, আমাকে কবে কদিন গান শুনিয়েছো দেখি?
রেখা	ন্যাকামি রাখো, লজ্জা করে না বলতে? আচ্ছা, গ্যাস-তেল-কয়লা যদি ফুরিয়ে যাবে, তাহলে সব আমরা ইলেকট্রিকে করি না কেন? ইন্ডাকশনে রান্না করি না কেন?
সরল	বলি, ওই ইলেকট্রিকটা আসে কোথা থেকে?
রেখা	কেন, সি ই এস সি থেকে?
সরল	উঃ, কার হাতে পড়েছি ! বলি, সি ই এস সি-ই বা সেটা পাচ্ছে কোথা থেকে?
রেখা	কোথা থেকে?
সরল	সেই যে সেবার আমরা দার্জিলিং বেড়াতে গেলাম- তোমার মনে আছে আমরা ফারাক্কার ব্যারেজের ওপর দিয়ে গেলাম- মনে পড়ছে?
রেখা	হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে...
	(ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাবার গুমগুম শব্দ, নদীর জলের শব্দ, ট্রেনের হর্নের শব্দ)

সরল	ওই ব্রিজের থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে বিরাট স্লুইস গেট- দরজা- যার ভেতর দিয়ে এপার থেকে ওপারে জল যায়। ওই জল যখন যায়, তখন একটা মস্ত চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে যায়, আর তাতেই ইলেকট্রিক তৈরি হয়। একে বলে জলবিদ্যুৎ।
রেখা	তা তো ভালই।
সরল	অনেক ভালো, কারণ এতে ধোঁয়া-গ্যাস কিছু তৈরিও হয় না, পরিবেশ দূষণও হয় না, আবার নদীর জল অফুরান বলে এই বিদ্যুৎ ফুরিয়েও যায় না।
রেখা	তবে আর বলছো কেন?
সরল	বলছি কারণ- মুশকিল হলো, আমাদের দেশে এমনি জলবিদ্যুৎ কম তৈরি হয়; বেশি বিদ্যুতটা আসে কয়লা পুড়িয়ে।
রেখা	সে আবার কী? কয়লা থেকে বিদ্যুৎ?
সরল	তোমার কাকা কোথায় কাজ করতেন? কে টি পি পি-তে না?
রেখা	হ্যাঁ, সে মেচেদায় নেমে যেতে হয়-
	(ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্রেন যাবার গুমগুম শব্দ, ট্রেনের হর্নের শব্দ, প্ল্যাটফর্মের কোলাহল- সিঙ্গারা-সিঙ্গারা, মেচাদার সিঙ্গারা, গরম চপ-সিঙ্গারা)
সরল	ওই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র মনে পড়ে? সেই চোঙা দিয়ে কালো কালো ধোঁয়া?
রেখা	হ্যাঁ, খুব মনে পড়ে। সেই প্রথম প্রথম রাস্তায় চলা যেতো না- চোখে গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই পড়তো।
সরল	ওইখানে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ বানায়, সেটাই আমরা ঘরে ঘরে পাই। আমাদের দেশে বেশির ভাগ বিদ্যুতটাই তৈরি হয় কয়লা পুড়িয়ে। তাহলে বোঝো, যত হেলা-ফেলা করে বিদ্যুৎ নষ্ট করবে, কয়লা ততো তাড়াতাড়ি ফুরোবে। তা ছাড়া তাপবিদ্যুতে বড্ডো বেশি ছাই বেরোয়, গ্যাস আর ঝুল বেরোয়- তাতে বাতাস খুব বেশি দূষিতও হয়।
রেখা	আচ্ছা, তাহলে আমরা করবো কী? হ্যাঁ গো, তুমি সেই পারমাণবিক বিদ্যুতের কথা বলছিলে...ওটা টিভিতে কী দেখাচ্ছে?
সরল	ওই তোমার কথাই দেখাচ্ছে, দেখো...
	(টিভি প্রোগ্রামের শব্দঃ ... এই প্রসঙ্গে সবার আগে আসে চের্নোবিল বিপর্যয়ের নাম। আসুন আগে ওই দিনগুলির কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্মৃতি থেকে তুলে আনিঃ ব্যাকগ্রাউন্ডে হেলিকপ্টারের শব্দ, ভারী ট্রাক আর ক্রেনের শব্দ, সাইরেনের শব্দ, আর ভারী বুটের শব্দ আমরা সি এন এন-এর সম্প্রচার সরাসরি আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি। আপনারা দেখছেন চের্নোবিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট- এখন যেমন অবস্থায়। গত ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ তারিখে চের্নোবিলের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে আমরা এই প্রথম বিধ্বস্ত এলাকার পরিস্থিতি সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছি। ওই দিন রাত্রে একটি রুটিন সেফটি চেক আপ চলার সময়ে প্রথমে জলের ট্যাঙ্কে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। পরে তার পাশে ৪নং

	রিঅ্যাক্টরটিতে গ্র্যাফাইট রডে আগুন ধরে যায়। প্রবল শোঁ-শোঁ শব্দ, জলের স্রোত আছড়ে পড়ার শব্দ, ছোটো-ছোটো বিস্ফোরণের শব্দ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কীভাবে বিধ্বস্ত রিঅ্যাক্টরটি এখনও ভয়াবহ শিখায় জ্বলছে, এবং কীভাবে কালো ধোঁয়া বহু উপরে উঠে যাচ্ছে। এখন তিনদিন ধরে একই রকম শিখায় ওই আগুন জ্বলে চলেছে। এখন ইউক্রেন সরকার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কীভাবে ফোম অথবা বালি দিয়ে ওই আগুন নেভানো যেতে পারে; না হলে সম্ভবতঃ আকাশ থেকে কংক্রিট ঢেলে ওই জায়গাটা সম্পূর্ণ ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হতে পারে। সরকার আশপাশের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে এলাকার মানুষদের অন্য নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসনের চেষ্টা চালাচ্ছেন; হয়তো এই এলাকা বাড়ানো হতেও পারে। ট্রাকের শব্দ, বহু মানুষের কোলাহল, দেওয়াল ভেঙে পড়ার শব্দ আপনারা দেখছেন, মানুষ-জনকে এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপাততঃ তাদের কাছাকাছি কোথাও নিরাপদ জায়গায় রাখা হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যে ভাঙ্গা রিঅ্যাক্টরটি থেকে যে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় ছাই বাতাসে মিশে চলেছে, তা নিকটবর্তী চের্নোবিল আর প্রিপিয়াত শহরকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে, আর তেজস্ক্রিয়তা ইতিমধ্যেই নিপার নদীতে মিশেছে, এমনকি পাশের বেলারুস রাজ্যেও পৌঁছেছে...)
সরল	জানো, ওই দুর্ঘটনায় শেষ পর্যন্ত বেলারুসের প্রায় ৪৫০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল, ইউক্রেনের ৪২০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল, আর রাশিয়ার প্রায় ৫৮০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল।
রেখা	কি ভয়ানক ! হ্যাঁ গো, মানুষ মারা যায় নি?
সরল	কি যে বলো, মানুষ মরবে না? তবে সঙ্গে সঙ্গে বেশি মানুষ মরে নি- ওদের সরকারী মতে ২৮ জন কর্মী বিপর্যয় মোকাবিলা করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল।
রেখা	তা তো কমই হল,মানে ওই বিপর্যয়ের তুলনায়; তাই না?
সরল	না গো, এসব ক্ষেত্রে মানুষ তো আসলে মরে তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণে- পুড়ে নয়তো ক্যানসার হয়ে।
রেখা	সে আর কত হবে?
সরল	ওটাই তো বেশি- সরকারী মতে গত সাত-আট বছরে সে দেশে সব মিলিয়ে অন্ততঃ হাজার চারেক লোক ক্যানসার হয়ে মারা গেছে।
রেখা	বাব্বাঃ ! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি- মানে আমি তো সায়েন্স পড়ি নি, তাই অতো ভালো বুঝতেও পারবো না- কিন্তু তবু মনে হয়... নাঃ থাক গে।
সরল	আরে বলোই তো?
রেখা	দেখ, এমনি অ্যাক্সিডেন্ট তো অন্য কোনো নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও হতে পারে?
সরল	হতে পারে কেন, হয়েছেও; আমাদের মুম্বইতেই হয়েছে, তবে এতো বড়ো মাপের

	নয়। তাই আজ সবাই চেষ্টা করছে, যাতে অন্য কোনো রকমে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।
রেখা	সে কী রকম?
সরল	বলছি শোনো; সূর্যের আলো থেকে যে বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে, তা তো তোমার স্কুলেই দেখছো। তা ছাড়া বাতাস থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে- একটা মস্ত পাখার মতো যন্ত্র বাতাস লেগে ঘুরলে, তা থেকে জেনারেটরের মতো কারেন্ট তৈরি হয়। গুজরাট, রাজস্থানে এমন অনেক আছে। এই সব বিদ্যুতের সুবিধে হল, এতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ঝুল-কালি, ছাই-এসব কিছুই তৈরি হয় না। পরিবেশ দুষণ একেবারেই হয় না।
রেখা	তা আমাদের এখানে এমনি হয় না কেন?
সরল	এখন আস্তে আস্তে হচ্ছে। যতো দিন যাচ্ছে, মানুষের বোধোদয় হচ্ছে,যে আর নয়। এবার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। একটু সময় লাগছে, কারণ এই সব পদ্ধতিগুলিতে প্রথম প্রথম খরচ একটু বেশি। তবে আমরাও আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। নাও নাও অনেক বকেছি; যাও তো, এবার চা আনো আরেক কাপ। কাল ছুটি, চলো আজ বাইরে খাবো। ঘরের গ্যাসটাও বাঁচবে। কী খাবে- চাইনিজ, না...
রেখা	ও মা, কী মজা !

অরূপ সেনগুপ্ত

সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরাম